Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/22/2026 2:43 PM Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৯ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। রবিবার ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৬৫ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

মাইক্রো সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/22/2026 2:43 PM Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৯ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। রবিবার ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৬৫ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

এস আই আর-এর নথি যাচাইয়ে বিশেষ কমিটি হাই কোর্টের, প্রতি জেলার দায়িত্বে বিচারক-সহ ৩ সদস্য

কয়লা ও গরু পাচারকাণ্ডে আপত্তিকর মন্তব্য! সুকান্তকে আইনি নোটিস রাজীব কুমারের

আফগান সীমান্তে বিমান হামলা পাক সেনার! মৃত অন্তত ১৭, 'প্রত্যাঘাত শুধু সময়ের অপেক্ষা', হুঁশিয়ারি তালিবানের

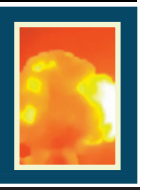

বাংলায় বসে নাশকতার ছক

গ্রেপ্তার বাংলাদেশী সহ ৮ পাক জঙ্গি

নয়া জামানা ডেস্ক দেশজুড়ে বড়সড় নাশকতার ছক।আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন ও আইএসআই-এর মদতপুষ্ট একটি চক্র। তবে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই বড়সড় সাফল্য পেলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ু থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মোট ৮ জন সন্দেহভাজনকে। ধৃতদের মধ্যে কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিকও রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এই চক্রটি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে দাবি করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেলের তৎপরতায় এই অভিযান চালানো হয়।তদন্তের মূলে ছিল অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া কিছু উসকানিমূলক পোস্ট এবং দিল্লির রাজপথে দেখা যাওয়া বিতর্কিত কিছু পোস্টার। সাম্প্রতিককালে দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় কাশ্মীরের কথা উল্লেখ করে নানারকম রাষ্ট্রবিরোধী দাবি সংবলিত পোস্টার দেখা গিয়েছিল। একই সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় জেহাদি কার্যকলাপের উসকানি দেওয়া শুরু হয়। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি এর পিছু ধাওয়া করে জানতে পারে, এই ষড়যন্ত্রের শিকড় ছড়িয়ে আছে দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু এবং পূর্ব ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। এর পরেই শুরু হয় সাঁড়াশি অভিযান।স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় তদন্তকারী দলটি তামিলনাড়ুর তিরুপুর জেলার বিভিন্ন পোশাক কারখানায় হানা দেয়। সেখান থেকে মিজানুর রহমান, মহম্মদ শাবাত, উমর, মহম্মদ লিটন, মহম্মদ শহিদ এবং মহম্মদ উজ্জ্বল নামে ছয়জনকে আটক করা হয়। ধৃতরা সেখানে সাধারণ শ্রমিকের ছদ্মবেশে কাজ করছিল। অন্যদিকে, এই চক্রের সূত্র ধরে পশ্চিমবঙ্গ থেকেও দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত আটজনকেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিল্লিতে নিয়ে আসা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা নিজেদের আসল পরিচয় গোপন করতে জাল আধার কার্ড ব্যবহার করছিল।দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেল জানিয়েছে, অভিযানের সময় অভিযুক্তদের কাছ থেকে ৮টি মোবাইল ফোন এবং ১৬টি সিম কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। এই সরঞ্জামগুলো পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে তারা পাকিস্তান বা বাংলাদেশের কোন কোন নেটওয়ার্কের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। তদন্তকারীরা এই অভিযানকে নাশকতার বিরুদ্ধে এক বিরাট জয় হিসেবে দেখছেন। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলোতে কীভাবে এই চক্র জাল বিস্তার করেছিল, তা খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা।বর্তমানে ধৃতদের আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ট্রানজিট রিমান্ডে দিল্লিতে আনা হচ্ছে। গোয়েন্দাদের ধারণা, ধৃতদের জেরা করলে এই আন্তর্জাতিক জঙ্গি নেটওয়ার্কের আরও গভীরে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

ভোটের আগেই ধস

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান

নয়া জামানা,ফালাকাটা ঃ বিধানসভা নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে, ততই রাজ্য রাজনীতিতে বাড়ছে উত্তাপ। দিনক্ষণ ঘোষণার অপেক্ষায় রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের সংগঠন মজবুত করতে ব্যস্ত। রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে দলবদলের হিড়িক; কোথাও তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টি-তে যোগদান, আবার কোথাও বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল বা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী)-তে নাম লেখানোর ঘটনা সামনে আসছে। এই রাজনৈতিক পালাবদলের স্রোত পৌঁছে গিয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটাতেও। বিজেপির ভাওতাবাজি ও প্রতিশ্রুতির রাজনীতিতে আস্থা হারিয়েই একাধিক পরিবার দলত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, উন্নয়নের বদলে জাতি,ধর্মের বিভাজনের রাজনীতি করে বিজেপি সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। সেই কারণেই এখন সাধারণ মানুষের ভরসা একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের উপর বলেই দাবি দলীয় নেতৃত্বের। জানা গিয়েছে, ফালাকাটা ১ নম্বর ওয়ার্ডের ২২২ নম্বর বুথে ৫১টি পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেছে। একটি আনুষ্ঠানিক কর্মসূচির মাধ্যমে নতুন সদস্যদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক সুভাস চন্দ্র রায় ও ফালাকাটা টাউন ব্লক সভাপতি রাজু মিশ্র। তৃণমূল নেতাদের বক্তব্য, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে সেই পরিষেবাই ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এই আস্থা থেকেই সাধারণ মানুষ বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছেন বলে দাবি তৃণমূলের।

বসন্তে বৃষ্টির পূর্বাভাস

সিঁদুরে মেঘ দেখছেন আলুচাষীরা

নয়া জামানা,কলকাতা ফাল্গুনের মিঠে রোদের মাঝেই অকাল বৃষ্টির ভ্রুকুটি রাজ্যে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ রবিবার এবং আগামীকাল সোমবার দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বঙ্গোপসাগর থেকে আসা জলীয় বাষ্প এবং পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জোড়া প্রভাবে আবহাওয়া এই খামখেয়ালি রূপ নিয়েছে। দীর্ঘদিন শুষ্ক আবহাওয়ার পর এই বৃষ্টিতে কৃষি ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আলু চাষে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুর ও দুই ২৪ পরগনায় বৃষ্টি হতে পারে। অন্যদিকে, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়িতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বাতাসের নিম্নস্তরের গতির পরিবর্তনের ফলে সাগর থেকে আর্দ্র বাতাস প্রবেশের কারণেই এই অকাল বর্ষণ। আগামী দু'দিনে দুই বঙ্গেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আরও অন্তত ২ ডিগ্রি বাড়তে পারে। তবে এই দু-দিন আকাশ মেঘলা থাকায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে।কলকাতায় আজ আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩১ এবং ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে। গতকাল শনিবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.৫ ডিগ্রি এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৮৩ শতাংশ হওয়ায় কিছুটা অস্বস্তিও অনুভূত হতে পারে।

কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সময়ে বৃষ্টি আলু ও অন্যান্য রবি শস্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির জেরে ফসলে ধসা রোগ বা পচন ধরার ভয় পাচ্ছেন চাষিরা।

জল্পেশ মেলায় বনভোজন

বংশপরম্পরায় রাত্রিযাপনে রাজবংশী সমাজ

নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী তীর্থস্থান জল্পেশ মন্দির-কে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী জল্পেশ মেলা। প্রতি বছরের মতো এবারও শিবচতুর্দশী উপলক্ষে মন্দিরে পুজো দিয়ে মেলায় যোগ দিতে ভিড় জমিয়েছেন হাজার হাজার ভক্ত। বিশেষ করে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষেরা বংশপরম্পরায় চলে আসা রীতি মেনে মেলা প্রাঙ্গণেই তাবু টাঙিয়ে বা খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাচ্ছেন।প্রথমে মন্দিরে পুজো দিয়ে তৈরি করা চিড়া প্রসাদ গ্রহণ করেন ভক্তরা। এরপর শুরু হয় পারিবারিক বনভোজন। মেলা চত্বরে নিজেরাই রান্না করেন ভাত, ডাল, সবজি ও নিরামিষ পদ। সারারাত মেলা প্রাঙ্গণে রান্না ও খাওয়া-দাওয়ার এই প্রথা বহু প্রাচীন। রাতভর চলে মেলা ঘোরা, কেনাকাটা এবং সাংস্কৃতিক মঞ্চে ভাওয়াইয়া সহ নানা লোকসংগীত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ। অনেকেই মেলার মাঠেই রাত্রিযাপন করেন। ভোরে আবার নতুন করে রান্না করে সকালের খাওয়ার আয়োজন করেন পরিবারগুলি।শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষজন এই মেলায় যোগ দিতে আসছেন।

আগে একসময় গরুর গাড়িতে চড়ে বাবা-ঠাকুরদাদের হাত ধরে মেলায় আসার স্মৃতি এখনও অনেকের মনে জাগ্রত।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখন কেউ ব্যক্তিগত গাড়িতে, কেউ বাসে, আবার কেউ টোটো করে মেলায় পৌঁছাচ্ছেন।মেলায় আগতদের কথায়, এই রীতি আমাদের বংশপরম্পরায় চলে আসছে। আগামীতেও আমরা এই প্রথা বজায় রাখব। ঐতিহ্য, আস্থা ও পারিবারিক বন্ধনের এক অনন্য মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছে জল্পেশ মেলা।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/22/2026 2:43 PM Page 3

মাদক পাচারের অদ্ভুত সব পদ্ধতি ...

বাকিদের সঙ্গেই প্লেন থেকে বিমানবন্দরে নামলেন পরিপাটি পোশাকের চার তরুণ। ব্যাগ চেকিংয়ের সময়ে দেখা গেল, বেবিফুডের ক্যান রয়েছে তাঁদের কাছে। এ পর্যন্ত অন্ত্যন্ত সাধারণ এই গল্প। বাড়ির শিশুটির জন্য বেবিফুড নিয়ে যাওয়া এমন কি আর আশ্চর্য ব্যাপার? কিন্তু হঠাৎই আটকে দেওয়া হল তাঁদের। পুলিশ এসে তল্লাশি শুরু করল। ব্যাগের অন্য সমস্ত তন্নতন্ন করে খুঁজল তো বটেই, বেবিফুডের ক্যানগুলোও খুলে ফেলল তারা।

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বাকিদের সঙ্গেই প্লেন থেকে বিমানবন্দরে নামলেন পরিপাটি পোশাকের চার তরুণ। ব্যাগ চেকিংয়ের সময়ে দেখা গেল, বেবিফুডের ক্যান রয়েছে তাঁদের কাছে। এ পর্যন্ত অন্ত্যন্ত সাধারণ এই গল্প। বাড়ির শিশুটির জন্য বেবিফুড নিয়ে যাওয়া এমন কি আর আশ্চর্য ব্যাপার? কিন্তু হঠাৎই আটকে দেওয়া হল তাঁদের। পুলিশ এসে তল্লাশি শুরু করল। ব্যাগের অন্য সমস্ত তন্নতন্ন করে খুঁজল তো বটেই, বেবিফুডের ক্যানগুলোও খুলে ফেলল তারা। আর ওমনি উপস্থিত সকলের চক্ষু চড়কগাছ! বেবিফুডের ক্যানে রয়েছে মাদক তৈরির নানাবিধ সামগ্রী! যা কাজে লাগে হেরোইন ও ব্রাউন সুগার তৈরিতে! গোয়েন্দাদের বিশ্বাস, স্থলপথে মাদক পাচার কঠিন হতেই আকাশপথের অবলম্বন পাচারকারীদের। বাধা না পেলে, মণিপুর থেকে এই কাঁচামাল পৌঁছাবে মালদায়, যেখানে মাদক তৈরি ও পাচারের কাজ চলে। মাদক পাচারের এমন অভিনব কাহিনি অবশ্য খুঁজলে আরও মেলে। সাল ২০২৪। মণিপুরের টিপাইমুখ থেকে অসমের চাচরের উদ্দেশে চলেছিল এক কুমড়োবোঝাই ট্রাক। স্থানীয় পুলিশের কাছে খবর ছিল আগের থেকেই। তাই ট্রাকের পথ আটকে তল্লাশি শুরু হল। অল্প চেষ্টাতেই কুমড়োর একদিকের গা খুলে এল দরজার মতো! অবাক চোখে তল্লাশকারীরা দেখলেন, কুমড়োর ভিতরে প্লাস্টিকবন্দি সাবানের বাক্স! আর সে বাক্সের ভিতর ব্রাউন সুগার! মোট ৩০টা এমন সাবানের কৌটো মিলিয়ে, সাড়ে তিন কোটি টাকার মাদক পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত। চলতি বছরেরই ৩১ জানুয়ারি। বিহারের ছাপওয়া-তুরকালিয়া রোড ধরে চলেছিলেন এক বাইক আরোহী। ভারত-নেপাল বর্ডারের কাছে যখন পুলিশ সে বাইক আটকে দাঁড়াল, তখন তাদের হাতে এল কেবল এক মুখ-বাঁধা চটের বস্তা। বস্তা খুলতেই যদিও মোট ৬৩ প্যাকেট চরস পাওয়া গেল! তবে গল্পের শেষ এখানেই নয়। তল্লাশি এগোতে বিস্ময়ে তাজ্জব আধিকারিকেরা। দেখা গেল, নিখুঁত কারিগরি কাজে লাগিয়ে বাইকের পেট্রলের ট্যাঙ্কের ভিতর তেলের জায়গা কমিয়ে তৈরি হয়েছে গোপন কুঠুরি। ইঞ্জিনের ক্ষেত্রেও তা-ই। আর সেইখানে লুকানো আরও ৩১ কিলোগ্রাম চরস। অর্থাৎ, প্রাথমিকভাবে যদি পাচারকারী পুলিশের কাছে ধরা পড়েও যায়, বাড়তি চরসটুকু বাঁচিয়ে ফেলা যাবে! তবে সবচাইতে বেশি অবাক করা ঘটনাটি বোধহয় বছরের একেবারে শুরুর দিকের। তেজাজি নগর পুলিশের হাতে আটক হল সুবিশাল মালগাড়ি। গাড়ির চালকের কথায় অসঙ্গতি পেল পুলিশ। আর তাই শুরু হল গাড়িটির চুলচেরা তল্লাশি। এরপরের ঘটনা সিনেমার মতো!

দেখা গেল, গাড়ির ডিজেল ট্যাঙ্কের পাশে তৈরি করা হয়েছে একাধিক ছোট কুঠুরি। বাইরে থেকে দেখলে, যা ডিজেল ট্যাঙ্কের অংশ বলেই ভুল হয়। টুলবক্সের ভিতরেও রয়েছে এমন কুঠুরি।আর প্রতিটি কুঠুরির ভিতরেই রাখা পোস্তফুলের খোসার গুঁড়ো! এই গুঁড়ো থেকেই তৈরি হয় আফিম। ট্রাকে পাওয়া মোট গুঁড়োর পরিমাণ প্রায় ৮৭ কেজি! ইন্দোরের পথ হয়ে, পঞ্জাবে পৌঁছতে হবে এই মাদকদ্রব্য, বদলে চালক পাবেন হাজার দশেক টাকা, চাপের মুখে চালকই তা জানাল পুলিশকে। পুলিশের বিশ্বাস, জনপ্রিয় সিনেমা 'পুস্পা' দেখেই যে এ ধরণের মাদক পাচারের অভিনব পদ্ধতির অবতারণা !সিনেমা দেখে নায়কের মতো হয়ে ওঠার ইচ্ছে সাধারণ মানুষের বরাবরই প্রবল। কিন্তু নায়ক হিসেবে ঠিক কোন ধরনের চরিত্রদের বেছে নিচ্ছেন নির্মাতারা, এমন ঘটনা সে প্রশ্ন জাগায় বৈকি! দর্শকদের বাড়তি অ্যাড্রিনালিন রাশ-এর খাতিরে সামাজিক দায় কি পুরোপুরি এড়িয়ে চলা যায়? যদিও বাস্তব যে ক্ষেত্রবিশেষে সিনেমাকেও হার মানায়, পাচারের অভিনবত্বের জন্য সিনেমার মুখাপেক্ষী নয় বাস্তবের মাদক ব্যবসায়ীরা, সে কথাও বলা বাহুল্য।

মেয়েদেরও হয় স্বপ্নদোষ!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ভাবতে বসলে অবাক হতে হয়। জেনে নিন স্বপ্নের রহস্যে ঘেরা দুনিয়ার কথা।স্বপ্ন। ঘুমের গভীরে এক আশ্চর্য দুনিয়া। রহস্যে ঘেরা এই স্বপ্ন নিয়ে মানুষের কৌতূহল চিরকালের। অথচ স্বপ্ন নিয়ে কতটুকু খবর রাখি আমরা? ক'জন জানি যে, স্বপ্নে কখনও অচেনা মানুষের মুখ দেখা যায় না! চিৎকার করাও যায় না। আবার, ছেলেদেরই নয়, মেয়েদেরও হয় স্বপ্নদোষ। ধূমপান ছাড়লে ঘুমের মধ্যে ঘটে ভয়ংকর ঘটনা! ভাবতে বসলে অবাক হতেই হয়।স্বপ্ন যেন আরেকটা বাস্তব। যা আপনি সারাদিন করছেন, ভাবছেন তা তো বটেই... এমনকী যা আপনি সচেতন ভাবে ভাবছেন না, তাও স্বপ্নের ভিতরে 'জীবন্ত' হয়ে উঠতে পারে। আর সেই 'বাস্তব' সময়ে সময়ে উত্তেজনায় হার মানাতে পারে সত্যিকারের বাস্তবকেও। স্বপ্ন নিয়ে গবেষণার এখনও শেষ নেই। তা প্রতিনিয়তই চমকে দিচ্ছে গবেষকদের। আজও। ঘুমের আগে চিজ খেয়েছেন? জানেন কি কোন কোন দুঃস্বপ্ন অপেক্ষা করছে আপনার জন্য? আসলে চিজে থাকে ট্রিপ্টোফান। এর ফলে মস্তিষ্কে এমন রাসায়ণিক ক্রিয়া ঘটে, যা ঘুমনোর পরে একের পর এক দুঃস্বপ্ন বুনে দিতে থাকে আপনার চেতনার গভীরে।স্বপ্নে কখনও অচেনা মানুষ তথা আগন্তুকদের মুখ দেখা যায় না। যাঁকেই দেখছেন, তাঁকে আপনি এই জীবনে কখনও না কখনও দেখে ছেন। হতেই পারে, একঝলকের জন্য। হতেই পারে, পথচলতি ভিড়ের অংশ হিসেবে। সেই এক মুহূর্তের ঝলকই স্বপ্নে ফিরে আসে।স্বপ্ন দেখার সময় আপনার দেহ একেবারে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে থাকে। আর সেই কারণেই স্বপ্ন দেখ তে দেখতে উত্তেজিত হয়ে উঠলেও কখনও ঘুসি মারা, দৌড়নো কিংবা চিৎকার করে ওঠা সম্ভবপর হয় না।আপনি কি ধূমপায়ী? ধূমপানের ক্ষতির কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। কার্যতই নিজের শরীর ধ্বংস হচ্ছে জেনেও বহু মানুষ ধূমপান করেন। আর সেই বিশ্রী অভ্যাসের কুফল দেখা দেয় স্বপ্নেও। ঘুমের গভীরে তাঁদের জন্য ওত পেতে থাকে ভয়ংকর সব স্বপ্ন। অনেকেই মাসের পর মাস বাস্তবের ছোঁয়া লাগা দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকেন। স্বপ্নের ভিতরে আপনি জেগে ওঠার স্বপ্নও দেখতে পারেন! এবং সেটা পরপর। অর্থাৎ যেন বারংবার জেগে উঠছেন। কিন্তু আসলে একটা জাগরণও 'বাস্তব' নয়। সবটাই ঘটছে আপনার ঘুমের ভিতরে।

অনেকেরই ঘুমের ভিতরে রাগমোচন হয়। যাকে সহজ ভাষায় বলে 'স্বপ্নদোষ'। একটা চলতি ধারণা রয়েছে, এই সমস্যা হয় কেবল ছেলেদেরই। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে যে কারওই ঘুমের ভিতরে স্বপ্নের মধ্যে হতে পারে স্খলন! অবশ্য এই বিষয়টি একেবারেই স্বাভাবিক। এটা কোনও অসুখ নয়।

বাস্তবেও রয়েছে ইচ্ছাধারী নাগিন?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ রাতে দিব্যি বিছানায় ঘুমিয়েছিলেন তরুণী, সকালে বেমালুম হাওয়া। পরিবর্তে শয্যায় পড়ে রয়েছে তরুণীর দৈর্ঘ্যের এক বিশাল সাপের খোলস। এ কোনো অদ্ভুতুড়ে কল্পকাহিনী নয়, চমকে দেওয়ার মতো এমন ঘটনা ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের আউরাইয়া জেলার সিনগানপুর গ্রামে। বিষয়টি সামনে আসতেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে গ্রামে। গ্রামের বাসিন্দাদের দাবি, 'মেয়েটি কোন সাধারণ মেয়ে নয়, ও আসলে ইচ্ছাধারী নাগিন।'জানা গিয়েছে, এই ঘটনা ঘটেছে গত রবিবার রাতে। বছর কুড়ির ওই তরুণী সেদিন রাতে খাওয়া দাওয়ার পর নিজের ঘরে ঘুমোতে যান। পরদিন সকালে তাঁর থেকে কোনও সাড়াশব্দ না মেলায় সন্দেহ হয় পরিবারের। ঘরে ঢুকে আশ্চর্য হয়ে যান মেয়েটির মা। দেখা যায়, বিছানার উপর মেয়ের পরনের পোশাক ও গয়না পড়ে রয়েছে। অথচ মেয়ের দেখা নেই। পরিবর্তে সেখানে আছে ৫ ফুট দীর্ঘ এক সাপের খোলস। এই ঘটনা সামনে আসতেই গ্রামে আতঙ্ক ছড়ায় রহস্যময় এই ঘটনায় অনেকেই দাবি করেন, মেয়েটি ইচ্ছাধারী নাগিনে রুপান্তরিত হয়েছে। এদিকে মেয়ে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় পুলিশে খবর দেয় পরিবার। শুরু হয় তদন্ত।পুলিশি তদন্তে অবশ্য নাগিন রহস্যের যাবতীয় জট ধীরে ধীরে খুলে যায়। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, গ্রামেরই এক যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল তরুণীর। প্রেমিকের সঙ্গে ঘর ছাড়তেই যাবতীয় ষড়যন্ত্র রচনা করেন তরুণী। বাড়ির লোকজন যাতে নাগিন তত্ত্ব বিশ্বাস করে তার জন্য বেশ কিছুদিন আগে থেকেই তরুণী দাবি করেছিলেন তিনি প্রতিরাতে সাপের স্বপ্ন দেখছেন। ঘটনার দিন রাতে বাড়িতে সাপের খোলস এনে বিছানায় ফেলে রাখেন ও প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে যান।পুলিশ আধিকারিক অজয় কুমার জানিয়েছেন, পুরো ঘটনা একেবারে সিনেমার মতো। বাড়ির লোককে বিভ্রান্ত করতে এই ছক কষা হয়। তরুণী ইচ্ছাকৃতভাবে ঘরে সাপের খোলস ফেলে রেখেছিল। যাতে পরিবার ভাবে অলৌকিক কিছু একটা ঘটেছে। আমরা মেয়েটির ফোন ট্র্যাক করছি, শীঘ্রই তাঁকে খুঁজে বের করা হবে।

পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তরুণীর খোঁজ শুরু হয়েছে।দ পাশাপাশি গ্রামে ইচ্ছাধারী নাগিন নিয়ে যে গুজব শুরু হয়েছিল পুলিশি তৎপরতায় তা অবশ্য বন্ধ হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তমেয়েটিকে খুঁজে বের করার পর ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে। আশা করছি এর ফলে গ্রামের মানুষের কুসংস্কার দূর হবে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/22/2026 2:43 PM Page 4

রক্তদাতাদের সম্মাননা ডিস্ট্রিক্ট ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের

নয়া জামানা, মালদা ঃ রক্তদানে সেঞ্চুরি করে অনন্য নজির গড়ছেন মোথাবাড়ির এক সমাজসেবক ও রক্তদাতা সামিউজ্জামান গোনি মোস্তফা। ১৯৯৮ সাল থেকে তিনি রক্তদান করে আসছেন। মালদা ডিস্ট্রিক্ট ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা দিবসে সামিউজ্জামান গোনি সহ ৫০ বারের বেশি রক্তদাতাদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।সামিউজ্জামান গোনি মোস্তফা এক জন বিশিষ্ট সমাজসেবক।বাড়ি মোথাবাড়ির ধরমপুর গ্রামে।বামপন্থী বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সি আই টি ইউ এর সহ সম্পাদক। মোথাবাড়িতে তিনি নিজে টিম সেভ লাইফ ফাউন্ডেশন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবি সংগঠন চালায়। সারা বছর তারা মোথাবাড়িতে আট বার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। সারা জেলায় মোট ৩৩ জন থালেসামিয়া রোগীর শিশুকে রক্তদান সরবরাহ করে এই সংগঠন। সারা জীবনের চেয়ে ১০০ বারেরও বেশি রক্তদান করেছেন বলে দাবি।এহেন রক্তদাতাকে মালদা ডিস্ট্রিক্ট ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন তার নবম প্রতিষ্ঠা দিবসে সংবর্ধনা ও সম্মাননা প্রদান করে গর্বিত।এদিন রাতে সংগঠনের কার্যালয়ে ডিস্ট্রিক্ট ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন তার প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করে। পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সংগঠনের সভাপতি আশীষ কুমার কুন্ডু। এরপর রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। মোট ২০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। রক্তদান শিবিরে জেলার বীর রক্ত দাতাদের সম্মাননা ও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন সহ নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন এলাকায় ৫০ বারের বেশি রক্তদাতাদের উত্তরীয় ও মানপত্র দিয়ে সংবর্ধনা ও সম্মাননা প্রদান করা হয়।রক্তদাতাদের সম্মাননা প্রদান করেন ইংলিশবাজার পৌরসভার পুরোপতি কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। কাউন্সিলর শুভময় বসু ও সুদীপ স্যান্যাল।সামিউজ্জামান গোনি ছাড়াও এদিন ৫০ বারের বেশি রক্তদান করা ব্যাক্তিদের বিশেষভাবে উৎসাহ ও সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

এদের একজন টাকি রেজা। টাকি রেজা এদিন সারাদিন রোজা করার পর রোজা ভেঙে মোথাবাড়ি থেকে শহরে এসে রক্তদান করে নজির সৃষ্টি করে। পঞ্চানন্দপুরের হাজারিটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক টাকি রেজা।তিনি নিয়মিত রক্তদান করা তার নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিন রক্তদান শিবিরে মোট ২০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। প্রত্যেক রক্তদাতাকে সম্বর্ধনা সম্মাননা প্রদান করা হয়। রক্তযোদ্ধাদের বিশেষ সম্মানার পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগঠনের সদস্যরা রক্তদানের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করেন।মালদা ডিস্ট্রিক্ট ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আশিষ কুন্ডু জানান,আমরা প্রতিবছরই নিয়ম করে আমাদের সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করে থাকি।

এবছর আমাদের সংগঠন নয় বছরে পা দিল। রক্তদান আন্দোলনকে ছাড়া জেলা জুড়ে আরও জোরদার করতে গোটা মালদা জেলার সমস্ত নিয়মিত রক্তদাদের যেদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত ও সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। এই ধরনের অনুষ্ঠান ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে, যাতে মানুষের জীবন বাঁচাতে আরও বেশি করে রক্তদান করা যায়।

তৃণমূল-আইএসএফ সংঘর্ষ

শওকত মোল্লার ওপর হামলার অভিযোগ

নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ আবারও রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল ভাঙড়।এদিন সন্ধ্যায় ভাঙড়-২ ব্লকের পোলেরহাট ২ নম্বর অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেস ও আইএসএফ সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। তৃণমূল নেতা খয়রুল ইসলামের ওপর হামলা এবং পরবর্তীতে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লার গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ও বোমা ছোঁড়ার অভিযোগে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে খবর,এদিন সন্ধ্যায় দলীয় সংগঠন মজবুত করতে কর্মীদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন ভাঙড় ২ পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ খয়রুল ইসলাম। অভিযোগ, সেই সময় আচমকাই আইএসএফ ও জমি রক্ষা কমিটির সমর্থকরা লাঠি-বাঁশ নিয়ে হামলা চালায়। খয়রুল ইসলামের গাড়ি ভাঙচুর করা হয় এবং বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী গুরুতর আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত জিরেনগাছা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।আহত কর্মীদের হাসপাতালে দেখে ফেরার পথে হামলার মুখে পড়েন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা। তাঁর দাবি, থানা থেকে ফেরার সময় আমাকে প্রাণে মারার উদ্দেশ্যে গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ও বোমা ছোঁড়া হয়। এলাকায় তৃণমূলের শক্তিবৃদ্ধি দেখে বিরোধীরা ভয় পেয়ে এই হামলা চালাচ্ছে।তবে আইএসএফ নেতৃত্ব সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাদের ফাঁসানো হচ্ছে।খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কলকাতা পুলিশের বিশাল বাহিনী। একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং এলাকা থেকে বোমার টুকরো উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে রাতভর তল্লাশি অভিযান চলেছে।

পানীয় জলের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ, চরম দুর্ভোগে বাসিন্দারা

নয়া জামানা , রানিগঞ্জ ঃ শিল্পাঞ্চলের ধুলো আর দূষণে এমনিতেই নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়, তার ওপর দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে দেখা দিয়েছে তীব্র পানীয় জলের সংকট। এই জোড়া ফলায় অতিষ্ঠ হয়ে রবিবার সকালে পথ অবরোধ ও বিক্ষোভে শামিল হলেন আসানসোল পুরনিগমের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। রানিগঞ্জের মঙ্গলপুর শিল্প তালুকের ব্যস্ততম মঙ্গলপুর মোড়ে জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড অবরোধ করায় এলাকায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়।বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, রানিগঞ্জের এই শিল্পাঞ্চল এলাকায় কলকারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া, ছাই এবং শব্দ দূষণের জেরে তারা দীর্ঘকাল ধরে বিপর্যস্ত। তার ওপর মরার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো চেপে বসেছে পানীয় জলের অভাব। এলাকার পুকুর ও জলাশয়গুলি শুকিয়ে গিয়েছে। এমনকি সরকারি কুয়াগুলির জলস্তরও তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। এলাকার একমাত্র ভরসা বলতে ছিল সরকারি কলের পরিশ্রুত পানীয় জল, কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে তাও অনিয়মিত।স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রয়োজনীয় জলটুকু সংগ্রহ করতে তাদের দিনভর অন্যত্র অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন সময় নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও লাটে উঠেছে। চারদিকে ধুলোর আস্তরণ আর জলের হাহাকারে এলাকাবাসী এক প্রকার বাধ্য হয়েই এদিন রাস্তায় নামেন।রবিবার ছুটির দিনে সকাল থেকেই মঙ্গলপুর মোড় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। বিক্ষোভের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আকতারী খাতুন এবং রানিগঞ্জ বরো দপ্তরের চেয়ারম্যান মোজাম্মেল সাহাজাদা। তারা উত্তেজিত বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পানীয় জলের সমস্যার কারণগুলি খতিয়ে দেখেন।আন্দোলনকারীদের আশ্বস্ত করে জানান, কারিগরি ত্রুটি বা অন্য কোনও কারণে জল সরবরাহে যে বিঘ্ন ঘটছে, তা দ্রুত সমাধান করা হবে। শীঘ্রই জল সরবরাহ স্বাভাবিক করার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে দীর্ঘক্ষণ পর অবরোধ তুলে নেন বাসিন্দারা।

চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে মৃত্যু ইঞ্জিনিয়ারের

নয়া জামানা, খড়গপুর ঃ পেশায় তিনি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। কর্মস্থলে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন নাইট ডিউটিতে। কিন্তু পথেই ওত পেতে ছিল মৃত্যু। চোর সন্দেহে একদল উন্মত্ত জনতার বেধড়ক মারে প্রাণ হারালেন খড়গপুরের এক যুবক। টানা ১০ দিন ভুবনেশ্বরের হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পর অবশেষে হার মানলেন ৩৩ বছর বয়সী সৌম্যদীপ চন্দ। শনিবার রাতে তাঁর নিথর দেহ গ্রামে পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা এলাকা।গত ৮ ফেব্রুয়ারি রাতে পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ী ব্লকের গিলাগেড়িয়ার বাসিন্দা সৌম্যদীপ চন্দ তাঁর কর্মস্থল খড়গপুরে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত আনারকলি এলাকায় একদল লোক তাঁকে ঘিরে ধরে। 'চোর' সন্দেহে তাঁর ওপর শুরু হয় অকথ্য নির্যাতন। পরিবারের দাবি, সৌম্যদীপ বারবার নিজের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করলেও উত্তেজিত জনতা তা কানে তোলেনি। তাঁর মাথায় এবং শরীরে প্রাণঘাতী আঘাত করা হয়।গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ভুবনেশ্বরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে আইসিইউ-তে দশ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর গত রাতে ১০টা ৩৪ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হয়।সৌম্যদীপের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃতের কাকু হরেকৃষ্ণ চন্দ কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, হাসপাতালে গিয়ে যে অবস্থা দেখেছি তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মানুষ মানুষকে এভাবে মারতে পারে তা ভাবনার অতীত। আমরা দোষীদের কঠোরতম শাস্তি চাই।এই ঘটনায় পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। কেন একজন সাধারণ মানুষকে এভাবে পিটিয়ে মারা হল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

সংবাদ নয়া জামানা সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা ও মহকুমা থেকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৮৯২৭৭৮৮১০৪

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/22/2026 2:43 PM Page 5

হ্রদের শহর মিরিক

এখন আরও লোভনীয়

নয়া জামানা ডেক্স ঃ কয়েক বছর আগে পর্যটকরা কেবল দার্জিলিং যাওয়ার পথেই ঢুঁ মারতেন হ্রদের শহর মিরিকে। মায়াবী প্রকৃতি, সুমেন্দু হ্রদে নৌকোবিহার, সুস্বাদু খাবারদাবার , সবই উপভোগ করার মতো। কিন্তু রাতে থাকতেন না। এখন অবশ্য পরিস্থিতি বদলেছে। দার্জিলিং থেকে মিরিকের দূরত্ব প্রায় ৫০ কিলোমিটার। তার নামটি এসেছে 'মির-ইয়ক' থেকে, লেপচা ভাষায় অর্থ 'আগুনে পুড়ে যাওয়া এলাকা'।

অবশ্য মিরিকে কোথাও আগুনে পোড়ার চিহ্ন নেই। বরং চারদিকে ঘিরে আছে বিখ্যাত সব চা বাগান , সৌরিনী, থুর্বো, গোপালধারা, ফুগুরি। মনের প্রশান্তি চাইলে কিছুক্ষণ বসতে পারেন তিব্বতি বৌদ্ধ মঠ বোকার গুম্ফায়। পাইনের ঘন অরণ্যে গেলে ইচ্ছে করবে রহস্যময়ী প্রকৃতির মধ্যে হারিয়ে যেতে। রামিতে দারা ভিউ পয়েন্ট থেকে চোখে পড়বে রাজকীয় কাঞ্চনজঙ্ঘা। আরও বেশ কিছু ভিউ পয়েন্ট রয়েছে, যেগুলো থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের অপরূপ শোভা চাক্ষুষ করতে পারবেন।

তবে প্রধান আকর্ষণ সুমেন্দু হ্রদ। তাকে ঘিরে সাবিত্রী পুষ্পোদ্যান নামের বাগান। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজে অংশ নিয়ে যুদ্ধে শহিদ হন সাবিত্রী থাপা।তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই নাম রাখা হয়েছে। হ্রদের দু'ধারে পাইন গাছের জঙ্গল। ইন্দ্রেনি পুল নামের একটি বাঁকানো সেতু দিয়ে জুড়ে আছে দুই পাড়। আজাদ হিন্দ ফৌজের আরেক শহিদ ইন্দ্রেনি থাপার স্মরণে এই সেতু। প্রায় সাড়ে ৩ কিলোমিটার লম্বা রাস্তা ঘিরে আছে হ্রদকে। একা বা কোনও সঙ্গীকে নিয়ে হাঁটলে বেশ মজা পাবেন। আকাশ পরিষ্কার থাকলে দিগন্তে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়।

মিরিকে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ শুরু হয় ১৯৬৯ সালে। থুর্বো চা বাগান থেকে ৩৩৫ একর জমি কিনে নেয় পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তর। কয়েক বছর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন উপলব্ধি করতে পারে, বিশ্বমানের ট্যুরিস্ট স্পট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মিরিকে। পর্যটকদের কাছে ছোট্ট এই শহরকে আরও লোভনীয় করে তোলার কাজ চলছে।

দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের মতো পুরোনো তথা জনপ্রিয় ডেস্টিনেশনের ভিড় কমাতে এখন বিকল্প ট্যুরিস্ট স্পট তৈরি করছে রাজ্য সরকার। যেমন সিটং, রিশ্যপ, লাভা, চটকপুর, গজলডোবা। সেই তালিকায় মিরিকও রয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে শহরটির গড় উচ্চতা ৫ হাজার ফুটের কিছু কম। উচ্চতম স্থান বোকার মঠ , ৫,৮০০ ফুট। সবচেয়ে নিচু অংশ হল মিরিক হ্রদ , ৪,৯০০ ফুট।

পর্যটকদের জন্য জিটিএ-র সুইস কটেজ প্রপার্টি ছাড়াও বেশ কয়েকটি হোটেল-রিসর্ট রয়েছে মিরিকে। যেহেতু দার্জিলিং খুব কাছেই, সেখানে গিয়েও থাকতে পারেন। দার্জিলিংয়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের নিজস্ব মেঘবালিকা ট্যুরিজম প্রপার্টি (পূর্বতন দার্জিলিং ট্যুরিস্ট লজ)। সাধ্যের মধ্যেই থাকা-খাওয়ার দারুণ বন্দোবস্ত। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

কয়েক বছর আগে পর্যটকরা কেবল দার্জিলিং যাওয়ার পথেই ঢুঁ মারতেন হ্রদের শহর মিরিকে। মায়াবী প্রকৃতি, সুমেন্দু হ্রদে নৌকোবিহার, সুস্বাদু খাবারদাবার , সবই উপভোগ করার মতো। কিন্তু রাতে থাকতেন না। এখন অবশ্য পরিস্থিতি বদলেছে। দার্জিলিং থেকে মিরিকের দূরত্ব প্রায় ৫০ কিলোমিটার। তার নামটি এসেছে 'মির-ইয়ক' থেকে, লেপচা ভাষায় অর্থ 'আগুনে পুড়ে যাওয়া এলাকা'।
অবশ্য মিরিকে কোথাও আগুনে পোড়ার চিহ্ন নেই। বরং চারদিকে ঘিরে আছে বিখ্যাত সব চা বাগান , সৌরিনী, থুর্বো, গোপালধারা, ফুগুরি। মনের প্রশান্তি চাইলে কিছুক্ষণ বসতে পারেন তিব্বতি বৌদ্ধ মঠ বোকার গুম্ফায়।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।